R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অফসেটকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই মাঘ বুধবার, ১৩৯৩ সাল।
২৮শে জানুয়ারী, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲ সডাক

বিচারকের আকাল চলছে জঙ্গিপুর আদালতে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর আদালতের এজলাসগুলিতে বিচারকদের আকাল দেখা দিয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। আদালত চত্বরে ১ম ও ২য় মুন্সেফী কোর্টে বিচারকের চেয়ারগুলি বেশ কিছুদিন ফাঁকা পড়েছিল। সম্প্রতি ২য় কোর্টে মুন্সেফ কাজে যোগ দিয়েছেন। বিচার প্রার্থীদের অভিযোগ, প্রত্যেক বিভাগে মামলার পাহাড় জমে রয়েছে বিচারকদের অভাবে। এবং অযথা তাদের অর্থ ও সময়ের অপচয় করে হয়রান হতে হচ্ছে। ঐ একই চত্বরে রয়েছে এস, ডি, জে, এমের কোর্ট এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন ফাষ্ট ও সেকেণ্ড দুটি ট্রয়াল কোর্ট। খবরে প্রকাশ, সেখানেও তিনটি কোর্টের মধ্যে মাত্র সেকেণ্ড ট্রায়াল কোর্টে সম্প্রতি একজন বিচার বিভাগীয় বিচারক যোগ দিয়েছেন। এস, ডি, জে, এম ও ১ম ট্রায়াল কোর্টে দীর্ঘদিন ধরে কোন বিচারক নাই। ফলে পুলিশ কেসগুলিও একজন বিচারককেই সামলাতে হচ্ছে। তিনটি কোর্টের দায়িত্ব একজনের উপর পড়ায় কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে চালান সম্ভব হচ্ছে না, প্রায় কেসের দিন পড়ছে। ফলে বিচার প্রার্থীদের দিনের পর দিন হয়রান হতে হচ্ছে বলে জনৈক এ্যাডভোকেট জানান। তিনি আরও জানান—এই অবস্থা চলছে প্রায় দেড় দু'বছর ধরে। এ ব্যাপারে জেলা জজ, এমনকি মহামান্য হাইকোর্টে জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি।

বেকারদের নিয়ে খেল দেখাচ্ছেন কর্মকর্তারা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ঢক্কা-নিনাদিত স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প যে বেকারদের নিয়ে খেলা এ কথা মর্মে মর্মে বুঝছেন এ অঞ্চলের বেকাররা। '৮৫ সালের আবেদনগুলিতো বাতিল বলে গণ্য হয়েছে নগণ্য কারণে, '৮৬ এর আবেদনে যারা অর্থ সাহায্য পেয়েছেন তারা ভাগ্যবান নন তদ্বিরবান। নির্দিষ্ট দলের আনুকূল্যে কিংবা বেশ কিছু খরচ করতে পেরেই তারা অনেক তদ্বির তদারকের পর সাহায্য পেয়েছে এ অভিযোগ সাহায্যপ্রাপ্ত বেকারদের। তাদের অভিযোগ, '৮৫ সালে জেলা শিল্প আধিকারিকের দরখাস্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা স্বনিযুক্তি প্রকল্পে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সমেত দরখাস্ত করেছিলেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছাড়া লাভবান হয়নি। এইসব কাগজপত্র ঠিকমত তৈরী করতে তাদের প্রত্যেকের ন্যূনপক্ষে ৫০ টাকা খরচ হয়েছে, বেকারদের পক্ষে এ টাকা কম নয়। কিন্তু ১ বৎসর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে আরও বেশ কিছু টাকা খরচ করে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বেকার যুবকেরা জানলেন তাদের দরখাস্ত বাতিল হয়ে গেছে। কারণ অতি নগণ্য। যেহেতু জোতকমল ইউ, বি, আইতে সে সময় কোন স্থায়ী ব্যাঙ্ক কর্মচারী বা ম্যানেজার ছিলেন না তাই ঐ ব্রাঞ্চের পক্ষে অর্থ জগ্নি করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রেরিত অর্থ সাহায্যের দরখাস্তগুলি সবই বাতিল বলে গণ্য হয়। আশ্চর্য্য ব্যবস্থা! একটি ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চে কর্মী না থাকলেও পাশেই রঘুনাথগঞ্জের ইউ, বি, আই কিংবা ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে তাদের ঐ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা কি করা যেত না। স্থানীয় বেকাররা মনে করছেন এ অজুহাত কিছুই নয়, আসলে (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

টেকনিক্যাল প্রয়োজনে ২নং ইউনিট বন্ধ

ফরাক্কা : এন, টি, পি, সির ২নং ইউনিটটি চালু করার চারদিন পর টেকনিক্যাল প্রয়োজনে বন্ধ রাখা হয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর ফারনিস অয়েল দিয়ে ইউনিটটি সিনক্রোনাইজ করা হয়। কয়লা দিয়ে নিয়মিত চালু রাখার প্রয়োজনেই সাময়িকভাবে ওটি বন্ধ রাখা হয় বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়। জানুয়ারীর শেষের দিকে কিংবা ফেব্রুয়ারীর (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

রাজনৈতিক রোষানলে সরকারী ঋণদানে অচলাবস্থা

জঙ্গিপুর ঃ সি, পি, এম নেতাদের অসহযোগীতার ফলেই রঘুনাথগঞ্জ ব্লক ২ এর বেশ কিছু গ্রামে আই, আর, ডি, পি-র ঋণদান বন্ধ রয়েছে। ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কংগ্রেস (ই) দলভুক্ত আমজাদ আলী ও বেশ কিছু কংগ্রেস (ই) প্রধান এ অভিযোগ সমর্থন করেন। তাঁরা বলেন, 'সম্মতিনগর সমবায় (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে জঙ্গিপুর কলেজ সংকটের মুখে

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় কলেজে উত্তরোত্তর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহ সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। নতুন ঘর নির্মাণের প্রয়োজন তো রয়েছেই; তদুপরি পুরাতন ঘরগুলির সংস্কার করারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু নানা প্রশাসনিক গড়িমসিতে কাজে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। সেক্রেটারী তথা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ উদ্যোগ নিলেও প্রেসিডেন্টকে মিটিং এ উপস্থিত (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা ঃ প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই মাঘ বুধবার, ১৩৯৩ সাল

প্রজাতন্ত্র দিবস

২৬ জানুয়ারী, ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস। প্রতি বৎসর ভারতের সর্বত্র এই দিনটি অতি নিষ্ঠার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সেনাদের কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী অভিবাদন জানাইলেন। এই উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি নাগরিক-কর্তব্য সম্বন্ধে আহ্বান জানাইলেন। প্রসঙ্গতঃ ভারতের সার্বিক অগ্রগতির কথাও বলা হ'ল। সাধারণতন্ত্র দিবসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে নানা শুভেচ্ছা বাণী পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও আসিয়াছে।

বস্তুতঃ সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ তাৎপর্যবাহী। ১৯৫০ সালের এই দিনটিতে সংবিধান চালু হয় এবং ভারতের প্রতি নাগরিককে অধিকার প্রদানের অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। তাই ভারতের শাসন ব্যাপারে ভারতের জনগণের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাহা ছাড়া নাগরিকদের কর্তব্যও এই উপলক্ষে ঘোষিত হয়। পূর্বে এই ২৬ জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হইত। তখন ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুগ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই দিনটিকে সাধারণতন্ত্র দিবসরূপে ঘোষণা করা এবং উদ্‌যাপন করা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

পরম পরিতাপের কথা: বিচ্ছিন্নতাবাদ আজ মাথা চাড়া দিয়াছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই ইঙ্গিত লইয়া আমরা ১৯৮৩ সালে আমাদের পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছিলাম। আজ তাহার রূঢ় বাস্তবরূপ দেখা যাইতেছে পাঞ্জাবে, দার্জিলিং অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে। পাঞ্জাবে উগ্রপন্থীদের হাতে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাইতেছেন এক বা একাধিক জন। গোর্খাল্যাণ্ড লইয়া কিছু মানুষ ভারতকে যেন চ্যালেঞ্জ দিয়াছে। জম্মু-কাশ্মীরও স্পর্শকাতর এলাকা। প্রজাতন্ত্র-দিবস বয়কটের ডাক শাহাবুদ্দিন প্রমুখের। ভারতের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভারতেরই ক্ষতিসাধনের হীন প্রয়াস। অথচ তাহার উপযুক্ত মোকাবিলা করিবার সেই দৃঢ়হস্ত কোথায়? তাই শুধু অনুষ্ঠানাদি করিয়া এই দিনটি উদ্‌যাপন করিলেই চলিবে না। ভারতের প্রতিটি নাগরিককে নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকিতে হইবে। যে সব অশুভ শক্তি দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক; তাহার বিরুদ্ধে সকলকে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের অশুভ মনোবৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপকে উৎখাত করিতে হইবে। সংহত কর্মশক্তি দিয়া দেশের শক্তিবৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে। যে সব বহিঃশক্তি ভারতকে দুর্বল করিতে চেষ্টিত, তাহার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে দাঁড়াইতে হইবে। প্রতিটি মানুষকে আজ মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থবোধ অপেক্ষা দেশ বড়। আত্মস্বার্থ পূরণে দেশের ক্ষতি কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণতন্ত্র দিবসে আজ প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্যচেতনা নূতনভাবে ভাবিতে হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

হোপ '৮৬ প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদে "হোপ '৮৬ প্রসঙ্গে" শিরোনামে অভিজিৎবাবুর চিঠিটি পড়লাম। এ সম্পর্কে দু-একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। লক্ষ্য করা গেল, অভিজিৎবাবু মূল প্রশ্নগুলি এড়িয়ে গিয়ে কতগুলি বিষয় খণ্ডিত-ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি ভজন, রবীন্দ্র সঙ্গীত, গজল বা পুরানো দিনের হিন্দী ছায়াছবির গানের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একথা তিনি সুবিধামত ভুলে গিয়েছেন যে রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ার সময় শ্রোতাদের বেশীর ভাগই আসন ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন। আবার কিশোরকুমার যখন 'এবার গরমাগরম হোক' বলে মাজা দুলিয়ে খাস্তা গান পরিবেশন করেন তখন অডিটোরিয়াম মেতে উঠে। মিঠুন চক্রবর্ত্তী ষ্টেজে শরীর বাঁকিয়ে নেত্য করে যে গান পরিবেশন করেন তা কি গান না নৃত্য? এর আগেও বোম্বাইয়ের একাধিক হীরো শিল্পী নেতাজী ইন্ডোর ষ্টেডিয়ামে যে উদ্দাম নৃত্যগীত পরিবেশন করে গিয়েছেন এবং দর্শকশ্রোতারা শিস্ দিয়ে, মাজা দুলিয়ে, তালি বাজিয়ে যে ভাবে সাড়া দিয়েছেন 'দিবে আর নিবে' মিলাবে মিলিবে বলে কি অভিজিৎবাবু তাকে সাদরে বরণ করতে বলবেন? আসল প্রশ্ন হল— আমরা আমাদের যুবসমাজকে কোন সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করতে চাই? গত মহাযুদ্ধের পর দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ পরপর অনেকগুলি বিপর্যয় আমাদের উপর দিয়ে গিয়েছে। চোরাকারবার, কালো-বাজার, ঘুষ দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষের বহুযুগসঞ্চিত ও পরীক্ষিত মূল্যবোধগুলি বিধ্বস্ত। ইউরোপ আমেরিকার ভোগবাদী আত্মকেন্দ্রিক জীবনবাদ আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। ধনবাদী দেশগুলি এদেশের সাহিত্য সাংস্কৃতিক্ষেত্রে টাকা ঢেলে চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদিকে ফলাও করে যুবসমাজের সামনে তুলে ধরেছে। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দী সিনেমা, প্রতিক্রিয়াশীল সরকার নিয়ন্ত্রিত টি-ভি এবং ব্লু ফিল্ম, সিনেমা পত্রিকা, অপরাধ পত্রিকা, যৌন সাহিত্য সকলে মিলে আসরে নেমে পড়েছে। ভোটভিখারী রাজনৈতিক নেতা ও দাদারা ভোটার মনোরঞ্জনের জন্য সব নীতি ও আদর্শকে জল জলি দিয়ে যদি সেই প্রচেষ্টায় আংশিকভাবে সামিল হন—তাকে কি আমরা কাম্য মনে করব? এই দ্রুত অবক্ষয় ও ধ্বংসের আমরা নীরব দর্শক থাকব?

যে সাংস্কৃতিক চেতনা বা মূল্যবোধ আমাদেরকে নিজের দেশের অগণিত দীনদরিদ্র অশিক্ষিত মানুষের জীবন-যন্ত্রণার অংশীদার হতে শেখায় না, তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে সামিল হওয়ার ডাক দেয় না তা আমাদের কাম্য হতে পারে না। ভারতীয় জীবনসাধনা ও মূল্যবোধ থেকে উপড়ে নিয়ে মার্কিনী অপসংস্কৃতির আবর্জনা বোম্বেমার্কা অপসংস্কৃতির খোঁয়াড়ে বাংলার যুব-সমাজকে আমরা নিশ্চয়ই ঢুকাতে চায় না। রঙিন চশমা পরে অভিজিৎবাবু হয়তো 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে' বলে দুহাত তুলে তাদের আহ্বান জানাতে পারেন। কিন্তু কোন সুস্থচিন্তাসম্পন্ন দেশপ্রেমী ভারতীয় জীবনে অপসংস্কৃতির এই বেনোজল ঢোকাতে চাইবেন না। মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে বিলিতী ধেনো মেশানো সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির সূচনা করবে না।

'হোপ' প্রসঙ্গে এত কথা আসছে এই কারণে যে বামফ্রন্ট অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সুস্থ সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির ব্যাখ্যা সেই আই-পি-টি-এর যুগ থেকে প্রগতিশীল শিল্পীদের কাছ থেকে শুনে আসছি। চিহ্নিত সেই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল বাঙ্গালী শিল্পী-সাহিত্যিক বহুবার প্রকাশ্যে সভা শোভাযাত্রা করে পথে নেমেছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আজ 'হোপের' সমর্থনে তাঁদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ফলাও করে তা ছাপা হচ্ছে! শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সাংস্কৃতিক রণাঙ্গনেও বাম-ফ্রন্ট তার সংগ্রামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সুবিধাবাদী গোঁজামিল আপোষের পথ বেছে নিয়েছে। দুঃখ এখানেই।

বরুণ রায়, রঘুনাথগঞ্জ

চিঠিপত্র প্রসঙ্গে

রঘুনাথগঞ্জ থানা প্রাইমারী এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কো: অপারেটিভ সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ মুসা রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে তাঁর ২১-১-৮৭ তারিখের এক পত্রে আমাদের উপর দোষারোপ করেছেন যে তাঁর ১০-১২-৮৬ দেওয়া প্রতিবাদ পত্র আমরা প্রকাশ করিনি এবং যদি তা আগামী সংখ্যায় ছাপানো না হয় তবে তিনি আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর নামীয় প্রতিবাদপত্রে তাঁর কোন স্বাক্ষর না থাকায় প্রতিবাদ পত্রটি আমরা ছাপাতে সক্ষম হইনি। স্বাক্ষরবিহীন কোন পত্র নিশ্চয়ই আইনতঃ গ্রহণযোগ্য নয়—ইহা তিনি ভালোই জানেন। তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবাদপত্র পেলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

ছাত্র সংসদের বিচিত্রানুষ্ঠান

জঙ্গিপুর: গত ২০ জানুয়ারী স্থানীয় কলেজ ছাত্র সংসদ আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠান কলেজ সংলগ্ন স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার শিল্পীদের গান, হাস্যকৌতুক অর্দ্ধেক মাঠভর্তি দর্শক উপভোগ করে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় 'ওপেন এয়ার' অনুষ্ঠান ছাত্র সংসদের অদূরদর্শিতার প্রমাণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

১২৫তম জন্ম জয়ন্তী

সাগরদীঘি: গত ১২ জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বালিয়া নেতাজী সংঘে পালিত হয়। সব পেয়েছির আসরের উদ্যোগে বিজন-কুমার সরকার অগ্নিপ্রজ্বালন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং মণি-দীপা মৈত্র সোনার কাঠি রোন পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। পৌরোহিত্য করেন শচীনন্দন সাহা।

সমস্যাসঙ্কুল জঙ্গিপুর

বিশেষ প্রতিনিধি : রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা জানতে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে জানতে পারেন– তেঘরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক কৃপাময় দাস অন্যত্র বদলী হলেন। জানা যায়, গ্রাম্য রাজনীতির ঘৃণ্য চাপে দরদী এই চিকিৎসককে অন্যত্র চলে যেতে হলো।

সম্মতিনগরের বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা মহকুমা শাসকের কাছে তেঘরী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। তাঁরা জানান, প্রধান অঞ্চল অফিসে প্রায়ই থাকেন না। ফলে বিশেষ প্রয়োজনেও গ্রামবাসীরা তাঁর দেখা পান না এবং প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়েন।

*

জোতকমল টালি প্রস্তুতকারী শ্রমিক সংস্থার জনৈক প্রতিনিধি অভিযোগ করেন, স্থানীয় টালিভাটার মালিকরা শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন অত্যাচার চালাচ্ছেন। তাঁরা সরকারী নিয়মকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে শ্রমিকদের বিনা ভাতায় অতিরিক্ত সময় কাজ করাচ্ছেন এবং নিজেদের খেয়াল খুশিমত টালি কাটার কাজ যখন তখন বন্ধ কয়ে রাখছেন।

আমরা সরকারী

আমাদের আদর্শ হল
গণতন্ত্র
সমাজবাদ
ধর্মনিরপেক্ষতা
ন্যায়বিচার
স্বাধীনতা
সাম্য
সৌভ্রাতৃত্ব
সম্প্রীতি
একতা
অখণ্ডতা
শান্তি
প্রগতি

আমাদের সাধারণতন্ত্রী দেশে এগুলি বাস্তবায়িত আদর্শ।

চিরদিন এই আদর্শ সমূহের জন্যই আমরা কাজ করব।

davp86/40-4

অভিভাবকেরা নাজেহাল

সংবাদে জানা যায়, এ বছর পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সমস্যা চরমে উঠেছে। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর তুলনায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট কম। সীমিত আসন সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 'এ্যাডমিশন টেষ্ট' নজির হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেসব ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক স্কুলে পরীক্ষার মুখোমুখি কোনদিন হয়নি তাদের পক্ষে ভর্তি পরীক্ষা এক বিভীষিকা। তদুপরি জানা যায়, স্কুল কর্তৃপক্ষ এই সুযোগে অভিভাবকদের কাছ থেকে খুশি মতো ডোনেশান আদায় করছেন।

কলেজ সংকটের মুখে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করানো বা তাঁকে দিয়ে জরুরী ফাইলগুলো সহি করানো সম্ভব হচ্ছে না। এমন কি বিজ্ঞান বিভাগের ঘর, আসবাবপত্র প্রভৃতির জন্য ইউ, জি, সি থেকে প্রয়োজনীয় গ্র্যান্টের স্বার্থে যে ফাইলগুলি পূরণ হয়ে দপ্তরে সত্বর পৌছানো দরকার সেগুলিতেও সহি দিতে প্রেসিডেন্ট নাকি টালবাহানা করছেন। আরও প্রকাশ, ঘর তৈরীর কাজ ঠিকমত না এগুনোর প্রধান কারণ বিল্ডিং সাবকমিটি গঠনে বিলম্ব। বিল্ডিং সাবকমিটি গঠনেও প্রেসিডেন্টের তৎপরতার অভাব রয়েছে। ফলে প্রয়োজন মত টাকা থাকা সত্বেও উদ্যোগের অভাবে কাজ আরম্ভ হচ্ছে না। আমবাগানের মধ্যে বিল্ডিং এর দোতলায় কাজ আরম্ভ হয়েও এসব গাফিলতিতে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ফলে নতুন সেসনে ঘরের অভাবে ছাত্রভর্তি সমস্যা আরো প্রবল হয়ে পড়বে। এইসব ব্যাপারে সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে মতবিরোধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে উঠছে এবং কলেজের উন্নতির বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে কয়েকজন অধ্যাপক মন্তব্য করলেন।

খেল দেখাচ্ছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকার প্রচারের মাধ্যমে দরদী মনোভাব দেখাতে চাচ্ছেন, কিন্তু কাজ চাচ্ছেন না। সরকার, আমলা ও ব্যাঙ্ক কর্মকর্তারা বেকারদের নিয়ে খেলা করছেন বলে অনেক বেকার মন্তব্য করলেন। এ বছরের নির্ধারিত ৫০০০ বা ২৫০০০, টাকার স্বনিযুক্তি প্রকল্পে এখনও কেউ সাহায্য পেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। বরং বাতিলের তালিকা বেশ বড় বলে খবর। সম্প্রতি তিনজন বেকার মহিলা অভিযোগ করেন, তাঁদের নামে যে বেকার ভাতার কার্ড ইস্যু করা হয়েছে তাতে কোন ব্যাঙ্ক হতে তাঁরা ভাতা পাবেন তার কোন উল্লেখ নেই। ফলে তাঁরা প্রতিটি ব্যাঙ্কের দরজায় ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছেন। এই তিনজনের কার্ড নম্বর এফ/ডব্লু-১০১৮/৭৯, ১০২০/৭৯ এবং ১০৩৯/৭৯। অগত্যা তাঁরা মহকুমা শাসকের সাথে দেখা করে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা দাবী করেন। স্থানীয় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে বলে জানা যায়নি।

২নং ইউনিট বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রথম সপ্তাহে পুনরায় ইউনিটটি চালু করা হবে। ২নং ইউনিট থেকে ঐ চার দিনে গড়ে ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। উল্লেখ্য, এন, টি, পি, সির প্রয়োজনে সম্পূর্ণ কয়লা আসছে রাজমহল থেকে। খনি বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজমহলের মাটির নীচে সঞ্চিত কয়লার যে স্তর রয়েছে তাতে ৩/৪টি বিদ্যুৎ প্রকল্প একশো বছর চালানো সম্ভব। উপরন্তু রাজমহলের নিম্ন মানের কয়লায় অন্য কোন কাজ না হলেও বিদ্যুৎ প্রকল্প ভালভাবেই চলবে এবং তাতে খরচও কম হবে।

ঋণদানে অচলাবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমিতি' ও 'তেঘরী রামপুরা সমবায় সমিতি'র কর্মকর্তারা সি, পি, এম দলভুক্ত। পার্টির চাপে পড়ে উভয় সমিতির সম্পাদক অনুমোদনের কাগজে তাঁদের সহি দিতে পারছেন না। ফলে ঋণদান স্থগিত রয়েছে। ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি জানান, ঋণপ্রার্থীরা যেহেতু কংগ্রেস সমর্থক তাই এই বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ২নং ব্লকের বি, ডি, ও জানান—অচলাবস্থা দূর করতে তিনি সচেষ্ট হয়েও কিছু করতে পারছেন না। তবে এ অবস্থা চলতে থাকলে ঋণদানে বিলম্ব হবে এ কথা তিনি স্বীকার করেন।

জমি বিক্রয়

বিভিন্ন গাছপালা ও পুকুর সমেত ১ বিঘা জমির প্লট বিক্রয় হইবে। কিনিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

পিকলু ঘোষ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ
(ফুলতলা ছায়াবাণী সিনেমার পাশে)

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘু ১৬৬

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে !
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

দাস ব্যাটারী কোং
প্রোঃ মদনমোহন দাস
ষ্টোরেজ ব্যাটারী ও ব্যাটারী প্লেট প্রস্তুতকারক
(১৫ মাসের গ্যারান্টি দেওয়া হয়)
উমরপুর, পোঃ ঘোড়শালা;
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : আর জি জি ১৫৫

সকলের প্রিয়
এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারি দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।